25 JAN 1990

তারিখ ... 25 DEC 1990

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

34

দৈনিক বাংলা

৩৬

প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ভিন্ন প্রশ্ন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, তাদের বদলি এবং বেতন দেয়া নিয়ে নানা অভিযোগ আছে বিভিন্ন মহলে। কিছু দিন আগেও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে উপজেলা পর্যায়েই হাটে বাজারে কেনা কাটার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। পরীক্ষা দিয়ে বা মেধার ভিত্তিতে নয়, কে কত টাকায় বাজীমাৎ করতে পারে সেটাই ছিল একমাত্র প্রচেষ্টা। দীর্ঘদিন ধরে এই টাকার অংকেই নির্ধারিত হয়েছে গ্রামান্তরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ।

তবে সাম্প্রতিককালে টাকা দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়া আর হয়ে উঠছে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগের নতুন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এ পদ্ধতিতে দেন-দরবারের অবকাশ খুবই কম। তাই তদবিরকারীরা এ ব্যাপারে এবার খুবই হতাশ।

আশা করা যায় শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন হলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশেও তার ছাপ পড়বে। তবুও কিছু অভিযোগ থেকে যাবে জেলা ও উপজেলার শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে। কারণ এখনও উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষই অনেক ব্যাপারে দণ্ডমুণ্ডের মালিক। শিক্ষকদের বেতন দেওয়া নিয়ে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেন। উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নাখোশ হলে যে কোন শিক্ষককে বদলি করে হয়রানি করতে পারেন।

লক্ষ্যণীয় যে, উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের যারা কর্মকর্তা তারা নিজেরাও মূলত শিক্ষক। এমন কি উপজেলা শিক্ষা দফতরের কেরানীও একজন শিক্ষক। উপজেলা শিক্ষা দফতরে একজন কেরানীকে শিক্ষক রাখার অর্থ হচ্ছে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় একজন শিক্ষকের কমতি এবং ঐ কেরানী শিক্ষক বলে শিক্ষকদের নিয়ে তার দল পাকানোর সুবিধাও অনেক।

আমাদের ধারণা, ঘটনাটির এভাবে মূল্যায়ন হলে উপজেলার শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অনেক স্বচ্ছ হত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রাথমিক শিক্ষকরা অনেকেই এভাবে, নিজেদের জালে জড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমরা মনে করি সামগ্রিকভাবে জেলা উপজেলার শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখার প্রয়োজন।